কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যা মামলায় রনি হোসেন (৩৯) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলামের আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এই রায় দেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মো. রনি হোসেন (৩৯) কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল চার মাইল এলাকার বাসিন্দা। মামলার অপর আসামি রনির মা লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি রফিকুল ইসলাম লালন জানান, ‘রত্না হত্যা মামলায় জড়িত আসামি রনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বাক্ষ্য ও শুনানী শেষে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার দণ্ড দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এ মামলায় লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ জুন বিকেল সাড়ে চারটায় মিরপুর উপজেলার তাঁতিবন্দ গ্রামের রত্মা খাতুনকে (৩৫) বটতৈল চার মাইল এলাকা থেকে বাজার করে দেওয়ার নাম করে কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়ায় রনির মা লিলি খাতুনের ভাড়া বাসায় নিয়ে যায় রনি। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রনি তার স্ত্রী রত্নাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন ১৬ জুন নিহতের ছোট ভাই মো. বিশাল হোসেন বোন রত্নাকে হত্যার অভিযোগ এনে রনি ও রত্নার শাশুড়ি লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে গেল বছরের ৩১ আগস্ট এজাহারভুক্ত দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সদর থানার উপপরিদর্শক মো. আব্দুল কাদের

ঝিনাইদহে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা মামলায় সাবেক স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মো. বাহাউদ্দিন আহম্মেদ এ দণ্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় হরিণাকুন্ডু উপজেলার বৃত্তিরপোল গ্রামের লিপা খাতুনকে মুখে আঘাত ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার সাবেক স্বামী একই গ্রামের ঠান্ডু মন্ডল। এ ঘটনায় ওইদিন রাতে হরিণাকুন্ডু থানায় ঠান্ডুকে প্রধান আসামি করে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ২/৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে লিপার পিতা ফজলু মন্ডল।

তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ১৯ নভেম্বর ৩ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদক জমা দেয় পিবিআই। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার প্রধান আসামি ঠান্ডুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরও ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয় বিচারক। মামলার অপর দুই আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।